سورة النصر

সূরা নছর

মদীনায় অবতীর্ণ, ৩ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) যখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় (২) এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, (৩) তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[হে মুহাম্মদ (সা)] যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য এবং (মক্কা) বিজয় (তার সমস্ত লক্ষণসহ) সমাগত হলো এবং (এ বিজয়ের ফলশ্রুতিগুলো হচ্ছে) আপনি লোকজনকে আল্লাহ্‌র দীনে (ইসলামে) দলে দলে যোগদান করতে দেখবেন, তখন (বুঝবেন যে, দুনিয়াতে আপনার আগমনের উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র দীনের পরিপূর্ণতা বিধান পূর্ণ হয়েছে। এখন আপনার আখিরাতে যাত্রার সময় নিকটবর্তী, সে জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন এবং) আপনার পালনকর্তার তসবীহ ও প্রশংসা কীর্তন করতে থাকুন এবং তাঁর নিকট ক্ষমার আকুতি ব্যক্ত করতে থাকুন। (অর্থাৎ জীবনে যেসব ছোট-খাটো ব্যতিক্রমী আচরণ অনিচ্ছাকৃতভাবেও প্রকাশ পেয়েছে, সেগুলো থেকেও ক্ষমা প্রার্থনা করুন)। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ তওবা কবূলকারী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ সূরা সর্বসম্মতিক্রমে মদীনায় অবতীর্ণ এবং এর অপর নাম সূরা 'তাওদী'। 'তাওদী' শব্দের অর্থ বিদায় করা। এ সূরায় রসূলে করীম (সা)-এর ওফাত নিকটবর্তী হওয়ার ইঙ্গিত আছে বিধায় এর নাম 'তাওদী' হয়েছে।

কোরআন পাকের সর্বশেষ সূরা ও সর্বশেষ আয়াত ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, সূরা নছর কোরআনের সর্বশেষ সূরা। অর্থাৎ এরপর কোন সম্পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ হয়নি। কতক রেওয়ায়েতে কোন কোন আয়াত নাযিল হওয়ার যে কথা আছে, তা এর পরিপন্থী নয়। সূরা ফাতেহাকে এই অর্থেই কোরআনের সর্বপ্রথম সূরা বলা হয়। অর্থাৎ সম্পূর্ণ সূরারূপে সূরা ফাতেহাই সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে। সুতরাং সূরা আ'লাক, মুদ্দাসসির ইত্যাদির কোন কোন আয়াত পূর্বে নাযিল হলে তা এর পরিপন্থী নয়।

হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেনঃ সূরা নছর বিদায় হজ্জে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ—আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা) মাত্র আশি দিন জীবিত ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জীবনের যখন মাত্র পঞ্চাশ দিন বাকী ছিল, তখন কালালার আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর পঁয়ত্রিশ দিন বাকী থাকার সময় لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ الخ—আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং একুশ দিন বাকী থাকার সময় اِتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ الخ—আয়াত অবতীর্ণ হয়।—(কুরতুবী)

এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, প্রথম আয়াতে বিজয় বলে মক্কা বিজয় বোঝানো হয়েছে, তবে সূরাটি মক্কা বিজয়ের পূর্বে নাযিল হয়েছে, না পরে, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। اذا جاء ভাষাদৃষ্টে পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে বলে বাহ্যত মনে হয়। রূহুল মা'আনীতে এর অনুকূলে একটি রেওয়ায়েতও বর্ণিত আছে, যাতে বলা হয়েছে যে, খয়বর যুদ্ধ থেকে ফিরার পথে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। খয়বর বিজয় যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে হয়েছে তা সর্বজনবিদিত। রূহুল মা'আনীতে হযরত কাতাদাহ্ (রা)-র উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, এই সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) দু'বছর জীবিত ছিলেন। যেসব রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, সূরাটি মক্কা বিজয়ের দিন অথবা বিদায় হজ্জে নাযিল হয়েছে, সেগুলোর মর্মার্থ এরূপ হতে পারে যে, এস্থলে রসূলুল্লাহ্ (সা) সূরাটি পাঠ করে থাকবেন। ফলে সবাই ধারণা করেছে যে, এটা এক্ষুণি নাযিল হয়েছে।

একাধিক হাদীস ও সাহাবীর উক্তিতে আছে যে, এ সূরায় রসূলে করীম (সা)-এর ওফাত নিকটবর্তী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত আছে। বলা হয়েছে, আপনার দুনিয়াতে অবস্থান করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেছে। অতএব, আপনি তসবীহ্ ও ইস্তেগফারে মনোনিবেশ করুন। মুকাতিল (র)-এর রেওয়ায়েতে আছে রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামের এক সমাবেশে সূরাটি তিলাওয়াত করলে সবাই আনন্দিত হলেন যে, এতে মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ আছে। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সূরাটি শুনে ক্রন্দন করতে লাগলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেনঃ এতে আপনার ওফাতের সংবাদ লুক্কায়িত আছে। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা)ও এর সত্যতা স্বীকার করলেন।

বুখারী হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে তাই রেওয়ায়েত করেছেন। তাতে আরও আছে যে, হযরত উমর (রা) একথা শুনে বললেনঃ এ সূরার মর্ম থেকে আমিও তাই বুঝি।---(কুরতুবী)

وَرَأَيْتَ النَّاسَ---মক্কা বিজয়ের পূর্বে এমন লোকদের সংখ্যাও প্রচুর ছিল, যারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র রিসালত ও ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাসের কাছা-কাছি পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু কোরায়শদের ভয়ে অথবা কোন ইতস্ততার কারণে তারা ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল। মক্কা বিজয় তাদের সেই বাধা দূর করে দেয়। সেমতে তারা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করে। ইয়ামেন থেকে সাত'শ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে পথিমধ্যে আযান দিতে দিতে ও কোরআন পাঠ করতে করতে মদীনায় উপস্থিত হয়। সাধারণ আরবরাও এমনিভাবে দলে দলে ইসলামে দাখিল হয়।

মৃত্যু নিকটবর্তী মনে হলে বেশী পরিমাণে তসবীহ্ ও ইস্তেগফার করা উচিতঃ

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ--হযরত আয়েশা (রা) বলেনঃ এই সূরা নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) প্রত্যেক নামাযের পর এই দোয়া পাঠ করতেনঃ سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي----(বুখারী)

হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেনঃ এই সূরা নাযিল হওয়ার পর তিনি উঠা-বসা, চলাফেরা তথা সর্বাবস্থায় এই দোয়া পাঠ করতেনঃ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ তিনি বলতেনঃ আমাকে এর আদেশ করা হয়েছে। অতঃপর প্রমাণস্বরূপ সূরাটি তিলাওয়াত করতেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেনঃ এই সূরা নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) আপ্রাণ চেষ্টা সহকারে ইবাদতে মনোনিবেশ করেন। ফলে তাঁর পদযুগল ফুলে যায়।---(কুরতুবী)